ভোরের কাগজ

তারিখ 11 APR 2003

অর্থনীতি শিক্ষক সমিতির সেমিনার

শিক্ষার মান কমে যাওয়ার জন্য শিক্ষকের ব্যবসায়ী মনোভাব দায়ী

কাগজ প্রতিবেদক : অর্থনীতি শিক্ষক সমিতির সেমিনারে বক্তারা বলেছেন, শিক্ষার মান কমে যাওয়ার জন্য শিক্ষকরাই দায়ী। শিক্ষকদের মধ্যে আজকাল ব্যবসা মনোভাব ঢুকে গেছে। অধিকাংশ শিক্ষকই তাদের নোট বই বিক্রির প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়ে পড়ছেন। ফলে মেধার ঘাটতি প্রকট হয়ে উঠছে। মেধার লালন করতে হবে। এ জন্যই শিক্ষকতায় মেধাবীদের এগিয়ে আসা উচিত। মেধার লালন না হলে উচ্চ শিক্ষার বিকাশ হবে না।

গতকাল শুক্রবার সিদ্ধেশ্বরী গার্লস কলেজ অডিটোরিয়ামে বাংলাদেশ অর্থনীতি শিক্ষক সমিতি আয়োজিত 'বাংলাদেশের উচ্চ শিক্ষার বর্তমান অবস্থা' শীর্ষক এক সেমিনারে বক্তারা একথা বলেন। অর্থনীতি শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. আশরাফ উদ্দিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এ টি এম জহুরুল হক। আলোচনায় অংশ নেন অর্থনীতি শিক্ষক সমিতির সাবেক সভাপতি অধ্যাপক ড. মোজাফফর আহমদ, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আব্দুল মমিন চৌধুরী, এশিয়ান ইউনিভার্সিটির উপাচার্য অধ্যাপক ড. আবুল হাসান মুহাম্মদ সাদেক, দারুল এহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আজহার উদ্দিন, সিদ্ধেশ্বরী গার্লস কলেজের অধ্যক্ষ সৈয়দা শামসে আরা হোসেন প্রমুখ।

অধ্যাপক ড. মোজাফফর আহমদ শিক্ষার দুরবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, শিক্ষামন্ত্রী ও মন্ত্রণালয়ের সচিব শিক্ষা সম্পর্কে কিছুই জানেন না। যারা শিক্ষা নিয়ে আইন প্রণয়ন করেন দেখা যায় তারাও শিক্ষা সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না। তিনি বলেন, দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে আমরা অনেকেই আজ ভিন্ন ভিন্ন পথ বেছে নিয়েছি। পৃথিবীর বহু দেশ শিক্ষার দিক দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। অথচ আমাদের দেশ পিছিয়ে পড়ছে। এ জন্য শিক্ষকরাই দায়ী। তিনি শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ওপর গুরুত্ব দেন।

অধ্যাপক ড. আবদুল মমিন চৌধুরী বলেন, বাংলাদেশে উচ্চ শিক্ষার দুরবস্থা দেখে আমরা শঙ্কিত। শিক্ষক সমাজ আজ নিজেদের খুবই দুর্বল মনে করছে। তিনি বলেন, শিক্ষার মধ্যে দুর্নীতি ঢুকে পড়েছে। শুধু আর্থিক দুর্নীতিই নয় নৈতিকভাবেও দুর্নীতি হচ্ছে। বেসরকারি কলেজে শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া নিয়েও চলে রাজনীতি। ফলে ভাড়াটে শিক্ষক দিয়ে অনেক কলেজে পড়ানো হচ্ছে। তিনি বলেন, অধিকাংশ শিক্ষকের মধ্যে ব্যবসার মনোভাব ঢুকে পড়েছে। শিক্ষকরা তাদের নোট বই। বিক্রির প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হচ্ছেন। মেধার লালন নেই। এজন্য উচ্চ শিক্ষা বিকশিত হচ্ছে না। তাছাড়া বেসরকারি কলেজে শিক্ষক নিয়োগে যে জটিলতা রয়েছে তা অবিলম্বে দূর করা উচিত। অন্যথায় উচ্চ শিক্ষা বিকশিত হবে না।

অধ্যাপক আবুল হাসান মুহাম্মদ সাদেক বলেন, অনেক শিক্ষকই আজ সরাসরি রাজনীতিতে জড়িত হয়ে পড়ছেন। রাজনীতির ওপর নির্ভর করে শিক্ষকদের পদোন্নতি দেওয়া হয়। এজন্য অনেক ক্ষেত্রে ভালো শিক্ষকদের যথাযথ মূল্যায়ন হয় না।

অধ্যাপক আজহার উদ্দিন বলেন, কলেজে ভালো ছাত্র পেতে হলে ভালো শিক্ষক থাকতে হবে। প্রধাগত নোটবই দিয়ে ভালো শিক্ষা আশা করা যায় না। শিক্ষকরাই কেবল পারেন দেশের উচ্চ শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি করতে। এব্যাপারে সচেতন শিক্ষক সমাজকে এগিয়ে আসা উচিত।

সূত্রাপুর ঢালকা নগর স্কুল দখলের প্রতিবাদে ছাত্রছাত্রীরা গতকাল নগরীতে বিক্ষোভ মিছিল করে —ভোরের কাগজ